স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম - ১৪৪৪

গ্রুপ "আসর"

(শ্রেণি ৩য় - ৪র্থ)

নাম :

শ্রেণি:

শিফট:

আইডি নং:

অভিভাবকের স্বাক্ষর:

দিকনির্দেশনা

- শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ক্লাস অনুযায়ী এ্যাসাইনমেন্ট-এর পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে পারেন অথবা স্কুল থেকে প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারেন, ইন-শা-আল্লাহ।

- ৩য় - ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত এ্যাসাইনমেন্ট-এর প্রিন্টেড কপির মধ্যেই লিখবেন। প্রয়োজনে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাবে।

- **শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাবা-মা/অভিভাবক পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন। যেমন, কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে আল-কুরআন, নির্ভরযোগ্য তাফসির বা কিতাব অথবা সহীহ হাদিস থেকে শিখিয়ে দেওয়া যাবে, যাতে করে শিক্ষার্থী নিজেরাই উত্তরটি লিখতে পারেন। তবে সরাসরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে সকলকে বিনীত অনুরোধ করছি। এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা বা অসুস্থ প্রতিযোগিতমূলক মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ইন-শা-আল্লাহ।**

- এ্যাসাইনমেন্ট-এর হার্ড কপি আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৩-এর মধ্যে স্কুলে সাবমিট করবেন ইন-শা-আল্লাহ।

আমার প্রাত্যহিক রমাদান কর্মসূচি

(প্রয়োজন অনুসারে টিক চিহ্ন দিন বা লিখুন)

রমাদান	সিয়াম থাকলে টিক দিন	সালাত					সকাল-সন্ধ্যার দু'আ	কুরআন তিলাওয়াত	প্রতিদিনের একটি ভাল কাজ (সাদাকা/ বাসার কাজে সাহায্য/ মুচকি হাসি/ অন্যান্য...) লিখুন	ঘুমানোর আগে ও জেগে ওঠার দু'আ	ইস্তিগফার
		ফজর	যুহর	আসর	মাগরিব	ইশা					
১											
২											
৩											
৪											
৫											
৬											
৭											
৮											
৯											
১০											
১১											
১২											
১৩											
১৪											
১৫											
১৬											
১৭											
১৮											
১৯											

২০										
২১										
২২										
২৩										
২৪										
২৫										
২৬										
২৭										
২৮										
২৯										
৩০										

এইবার রমাদানে ইনশা আল্লাহ্ ৫টি জুম্মাবার তথা শুক্রবার পেতে পারি, ইন-শা-আল্লাহ। প্রতি শুক্রবারের আসরের পর সূরা আল-কাহফের অন্তত প্রথম ও শেষ ১০ আয়াত অর্থ সহ পড়বেন। সম্ভব হলে পুরো সূরা আল-কাহফের তিলাওয়াত করবেন। আর প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবেন।

রমাদানের ১ম সপ্তাহে এই অধ্যায় পড়ুন

বড়দের সম্মান করো

আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِن

'সে আমার দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না'। *[মুসনাদ আহমদ : ৬৯৩৭]*

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: বাবা-মাকে বেশি বিরক্ত করলে তাঁরা যেমন বলেন, 'যা তুই এমন করলে আমি আর তোর মা/বাবা নই', তেমন নবীজীও বলছেন, বড়কে অশ্রদ্ধা করলে তোমরাও আমার উম্মত নও। বাবা-মার এমন কথায় যেমন আমরা তাঁদের সন্তান তালিকা থেকে বাদ পড়ি না, আমরাও তেমন নবীর উম্মত থেকে বাদ যাব না বটে, কিন্তু এটা এতই অপ্রিয় ও নিন্দনীয় কাজ যে আমি যেন এমন স্বভাব নিয়ে মহান চরিত্রবান নবীর উম্মত হবার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলছি।

বিস্তারিত আলোচনা: বন্ধুরা, আমাদের চারপাশে যারা বড় আছেন, চাই তিনি বয়সে বড় হন, জ্ঞানে বড় হোন আর পদে বড় হন- তাঁদের সম্মান করা ইসলামের শিক্ষা। যে বড়কে সম্মান করে না, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করে না এবং গুরুজনকে অসম্মান করে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সচ্চরিত্রের অধিকারী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, সে তাঁর উম্মতভুক্ত নয়। ভেবে দেখ, তিনি গুরুজনের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ এতই অপছন্দ করতেন যে এমন কঠিন কথা বলে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। বড়দের অসম্মান না করতে আমাদের সাবধান করেছেন।

বড়কে সম্মান করার অর্থ চলাফেরা ও কথাবার্তায় তাঁদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অগ্রাধিকার দেয়া। কোনো কাজ করতে গিয়ে তাঁদের সামনে রাখা। পরিবারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা যানবাহনে বা সভা-সমাবেশে বড়দের জন্য আসন ছেড়ে দেওয়া। একটি হাদীস তুলে ধরা যাক, দেখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক সাহাবীদের কিভাবে বড়দের প্রতি সম্মান দিতে শিখিয়েছেন। মালেক ইবন হুয়াইরিছ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

সগোত্রীয় একটি দল নিয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমরা তাঁর কাছে বিশ রাত অবস্থান করলাম। তিনি ছিলেন দয়ালু ও কোমল প্রাণ। তিনি আমাদের নিজ নিজ পরিবারের প্রতি আমাদের মনের টান লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা (নিজেদের পরিবারে) ফিরে যাও। তাদের মাঝে অবস্থান কর আর তাদের (তোমরা যা শিখলে তা) শেখাও এবং (তাদের নিয়ে) সালাত আদায় কর। যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দেবে আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতী করবে।'

[বুখারী : ৬২৮; মুসলিম : ৬৭৪]

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম কাজী আবু ইয়া'লা রহ. একবার পথচলার সময় তাঁর শিষ্যকে বললেন, 'তুমি যখন কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে পথ চলবে তখন তাঁর কোন দিকে থাকবে?' আমি বললাম, আমার তা জানা নেই। তিনি বললেন, 'তাঁকে ইমামের স্থানে রাখবে। অর্থাৎ তুমি থাকবে ডান দিকে আর বাম দিক তার জন্য ছেড়ে দেবে। যাতে করে থুথু ফেলা বা নাক পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে তিনি অনায়াসে বাম দিকে তা করতে পারেন।'

ভেবে দেখ, তাহলে বড়দের প্রতি কতটা বিনয়ী ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে হবে। কতটা ভক্তি ও সম্মান দেখিয়ে তাঁদের দো'আ নিতে হবে। বড় যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তোমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্নও হন, তবুও তাঁকে ছোট করে কথা বলবে না। তাঁর সামনে ভুলেও বড়াই দেখাবে না। তুমি যদি আজ তাঁকে অশ্রদ্ধা করে মনে কষ্ট দাও, কালই কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট কারও কাছ থেকে একই ব্যবহার পেয়ে যাবে। তখন ঠিকই বুঝতে পারবে তিনি তোমার আচরণে কেমন মর্মযাতনায় ভুগেছিলেন।

বড়দের দেখে সালাম দাও। মসজিদের কাতারে সামনে তাঁদের এগিয়ে দাও। তাঁদের সামনে দিয়ে দৌড় দেবে না। অকারণে তাঁদের সামনে চেঁচামেচি বা শোরগোল করবে না। তাঁরা কিছু চাইলে দূর থেকে নিক্ষেপ না করে সবিনয়ে গিয়ে তোমার ডান হাত দ্বারা দাও। আপ্যায়নের ক্ষেত্রে বড় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দাও। রাসূলের সাহাবী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "আমরা যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোনো নিমন্ত্রণে যেতাম তখন তাঁর শুরু করার আগে আমরা খাবারে হাত দিতাম না।" [মুসলিম:২০১৭]

বাড়ির কাজ: - উপরের হাদীসটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন আর চিন্তা করুন, আপনি বড়দের সন্মান করার জন্যে এখন থেকে কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন?

রমাদানের ২য় সপ্তাহে এই অধ্যায় পড়ুন

পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি আবার বললেন তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি বললেন তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।' *[বুখারী : ৬২৯৮]*

আল্লাহ নারীকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মাতৃত্বের কারণে মা জননী শ্রদ্ধা, সম্মান ও সুন্দর আচরণ পাওয়ার হকদার। তাই 'মা' নারী ও পুরুষ সবার কাছে মর্যাদার শিখরে অধিষ্ঠিত। এ নিখিল বিশ্বে মায়ের কোল হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। 'মা' স্নেহের পরশ দিয়ে সন্তানদের হৃদয়কোণে স্বস্তি, সান্ত্বনা ও প্রশান্তি উপহার দেন। সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। নয় মাস গর্ভে ধারণ করে 'মা' তার কলিজার টুকরোকে দেহের নাড়ী ছিঁড়ে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে জীবন-মরণের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে প্রসব বেদনার অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ট করেন। জন্মের দু'বছর ধরে বুকের দুধ পান করিয়ে তিল তিল করে বড় করে তোলেন। মায়ের এ কষ্ট তার নিজেকেই বহন করতে হয়। কোনো পুরুষ এ কষ্টের ভাগীদার হতে চাইলেও সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহর রাসূল তিনবার মায়ের সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর বলেছেন বাবার কথা।

বাবার অবদানও আমাদের জীবনে অনস্বীকার্য। বাবার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো পুরুষের তুলনা হয় না। তিনি নিজে সারাদিন কষ্ট করেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণের চেষ্টা করেন।

যে কোনো সময় বাবা-মা সন্তানের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত থাকেন। সন্তানের সামান্য রোগ-বালাই হলেও বাবা-মায়ের আরামের নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ নিজের হকের পাশাপাশি পিতামাতার হকের কথা বলেছেন। আল্লাহ নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলবে না এবং তাদের ভর্ৎসনা করো না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কোমল ভাষায় কথা বলবে। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' *[সূরা আল-ইসরা : ২৩-২৪]*

পিতামাতা কী জিনিস তা শুধু তারাই বোঝে যাদের বাবা-মা দুনিয়ায় নেই। আমাদের এতিম নবী এ জন্য বহু হাদীসে পিতামাতার সম্মান, মর্যাদা, অধিকার ও তাদের প্রতি আমাদের করণীয় নিয়ে বহু নির্দেশনা দিয়েছেন। পিতামাতাকে মনেপ্রাণে যেমন সম্মান করতে হবে, তেমনি তাঁদের সেবাও করতে হবে যথাসাধ্য। সবচেয়ে জরুরি হলো তাঁরা সামান্যতম কষ্ট পেতে পারেন এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং এমন কোনো কাজও করা যাবে না।

বাড়ির কাজ: উপরের হাদিসটি পড়ুন এবং একটি তালিকা তৈরি করুন- এতদিন আপনি এমন কী কী কাজ করতেন, যা আপনার বাবা মাকে কষ্ট দিত বলে আপনি মনে করেন এবং যা আপনার পরিবর্তন করা প্রয়োজন ?

রমাদানের ৩য় সপ্তাহে এই অধ্যায় পড়ুন

সূরা ক্বদরের অর্থ পড়ুন:

বাড়ির কাজ:-রমাদানের শেষ দশ রাতের যেকোন রাত কদরের রাত হবার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। বিগত বছরের তুলনায় এই বছরের কদরের রাতগুলো আরো সুন্দরভাবে কাটানোর ব্যাপারে আপনি কী কী পরিকল্পনা করেছেন ?

২৭শে রমাদানের দিনে এই অধ্যায় পড়ুন

ঈদুল ফিতরের আনন্দ

হাদীসে এসেছে:

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনাতে আগমন করলেন তখন মদিনা বাসীদের দুটো দিবস ছিল, যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এ দু দিনের কি তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসী উত্তর দিলেন : আমরা মূর্খতার যুগে এ দুইদিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই দুইদিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন। তা হল ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।" [আবু দাউদ: ৯৫৯]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহমত হিসেবে ইদ দান করেছেন। শুধু খেলাধুলা আমোদ-ফুর্তির জন্য যে দুটো দিন ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা পরিবর্তন করে এমন দুটো দিন দান করলেন যে দিনে আল্লাহর শুকরিয়া, তাঁর যিকির, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে শালীন আমোদ-ফুর্তি, সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া করা হবে। আর এ দুটো দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে তার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন ও সেরা ঈদ।

ঈদের দিনের করণীয়ঃ

১। ঈদের আগের দিন সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে ঈদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তাকবীর তথা 'আল্লাহু আকবর" বলতে থাকা। তাকবীরের শব্দগুলো হল:

الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।"

২। যাকাতুল ফিতর প্রদান করা। যাকাতুল ফিতর প্রদান করা, রোযাদারের যে ভুল-বিভ্রান্তি ও পাপ হয়েছে তা মোচন করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য যোগানের উদ্দেশ্যে যাকাতুল ফিতর দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে।

৩। ঈদের দিন সকালে গোসল করা ও সুন্দর-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা। **এখানে সুন্দর-পরিচ্ছন্ন পোষাকের কথা বলা হয়েছে, নতুন পোষাক কিনতে বলেনি।** ঈদের সালাতে যাওয়ার আগে পুরুষদের সুগন্ধি ব্যবহার করা উত্তম। মেয়েদের জন্যও সুন্নাত হলো পর্দার সাথে ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে ঈদগাহে এসে খুৎবা ও সালাতে শরীক হওয়া।

৪। ঈদগাহে যাওয়ার আগে সুন্নাত অনুসরণ করে তিনটি বা পাঁচটি করে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া।

৫। ঈদের জামাতে শামিল হওয়া এবং পুরো খুতবা শোনা।

৬। সম্ভব হলে সুন্নাহ অনুসরণ করে এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরা।

৭। ঈদের অভিবাদন জানাতে গিয়ে, "তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম" অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন' বলা ভাল। এছাড়া সুন্দর সুন্দর দোয়ার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং এতে পারস্পারিক সম্পর্ক অনেক মধুর হয়ে উঠে। তবে ঈদের সলাতের পর কোলাকুলি করাকে আমরা যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত হিসেবে মনে না করি। এতে করে কাজটি বিদআ'ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বাড়ির কাজ:-

১। আপনি আপনার যাকাতুল ফিতর কিভাবে আদায় করবেন?

২। ঈদের উৎসবকে আপনি কী কী কাজের মাধ্যমে ইবাদতে পরিণত করতে পারেন?

৩। আপনি আপনার পরিবারকে ঈদ প্রস্তুতিতে কী কী উপায়ে সাহায্য করতে পারেন?

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা আমাদের সকলের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিন, আমাদের বক্ষ প্রসারিত করে দিন, যেন সঠিক ভাবে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে জান্নাতে যেতে পারি। আমীন!